# সংক্ষিপ্ত সিরাতু ইবনি হিশাম

| | |
|---|---|
| বই | **সংক্ষিপ্ত সিরাতু ইবনি হিশাম** |
| লেখক | আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবনু হিশাম রাহ. |
| অনুবাদক | আবদুর রহমান আজহারি<br>খোবাইব আহমাদ সাঈদ, জমির মাসরূর |
| সংক্ষেপণ | ড. আহমাদ ইবনু উসমান |
| ভাষা-বিন্যাস | কুতুব হিলালী |
| বানান সমন্বয় | মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ |
| প্রচ্ছদ | আবুল ফাতাহ মুন্না |
| অঙ্গসজ্জা | মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম |

রাসুল সা.-এর বিশ্ববিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ

সংক্ষিপ্ত

# সিরাতে ইবনে হিশাম

মূল

আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবনু হিশাম রাহ.

সংক্ষেপণ

**ড. আহমাদ ইবনু উসমান**

অধ্যাপক, কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

## অর্পণ

তাদের জন্য যাদের জীবনের লক্ষ্য
জান্নাতে প্রিয়নবি
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
সাথি হওয়া।

## প্রকাশকের কথা

এ যেন উদ্ভাসিত পৃথিবীর এক চির বিস্ময়। পবিত্র এবং জ্যোতির্ময়। সৃষ্টির মহামহিম চরিত্রের অনিঃশেষ আধার। যাঁর প্রতিটি ইশারা ও উচ্চারণের বিভায় মর্ত্যমানুষ হয়ে ওঠে স্বর্গমানুষের উজ্জ্বল উপমা। বিশ্বনবি মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতের ওপর এমন বিশ্বস্ত, এমন জীবন্ত, এমন প্রামাণ্য এবং এত সহজাত সৌন্দর্যমণ্ডিত আলোকপাত খুব কমই বিধৃত হয়েছে।

প্রিয় পাঠক, কথা হচ্ছিল বিশ্বনন্দিত সিরাতগ্রন্থ 'সিরাতু ইবনি হিশাম' নিয়ে। যে গ্রন্থের প্রতিটি অক্ষর যেন পরীক্ষিত পরাকাষ্ঠা। যার নিক্তিতে আপনি পাবেন সেই কাঙ্ক্ষিত মনজিলের যথার্থ সন্ধান, যেখানে যাওয়ার জন্য সত্যপ্রিয় যেকোনো মানুষ জন্মবুভুক্ষুর মতো শৌর্যে সাহসে উৎসর্গে অপেক্ষায় উদ্গ্রীব হয়ে থাকেন।

সিরাতবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ এ বইটি অনুবাদ করেছেন আবদুর রহমান আজহারি, খোবাইব আহমাদ সাঈদ ও জমির মাসরূর। তিনজনই পাঠকনন্দিত অনুবাদক। যথেষ্ট সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী অনুবাদ তারা পূর্বে পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন। এ বইটিও আশা করছি পাঠকপ্রিয় হবে। ইনশাআল্লাহ।

ভাষাসম্পাদনা করেছেন আমাদের সময়ের বিশিষ্ট কবি ও পরিশীলিত সাহিত্য-সমঝদার মানুষ জনাব কুতুব হিলালী; নিঃসন্দেহে এটি তার অসাধারণ কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় বহন করবে। বানান সমন্বয় করেছেন মাকামে মাহমুদ। এদের সকলের সঙ্গেই পাঠক কমবেশি পূর্বপরিচিত। তাই নতুন করে তাদের সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

অতএব, বরাবরের মতোই আমি বলব, এ কাজে যা-কিছু ভালো ও কল্যাণকর, তার সবই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর অসুন্দর যত, তা কেবল আমাদের সীমাবদ্ধতা। বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তাআলা জাজায়ে খাইর দান করুন। আমিন।

**—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান**
১৫ অক্টোবর ২০২২ খ্রি.

# অনুবাদকের কথা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতে রয়েছে উম্মাহর জন্য উত্তম আদর্শ। সিরাত অধ্যয়নে ঈমানে পূর্ণতা আসে। হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় প্রিয় রাসুলের ভালোবাসা। অনুধাবন করা যায় কুরআন-হাদিসের প্রকৃত মর্ম। উম্মাহর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের সববিষয়ের সর্বোত্তম নমুনা রয়েছে রাসুলের সিরাতে। এককথায়, প্রকৃত ইসলামের আলোয় আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে সিরাত অনুধাবনের কোনো বিকল্প নেই।

সিরাতের এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই সৌদি আরবের কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আহমাদ ইবনু উসমান আল মাজইয়াদ সংকলন করেন কালজয়ী সিরাত বিশ্বকোষ 'মাওসুআতু মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'। ছয় খণ্ডে সংকলিত এ বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ডে আবু নুআইম রচিত 'দালায়িলুন নাবুওয়াহ' গ্রন্থের সংক্ষিপ্তরূপ তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ইবনু হিশাম রচিত 'আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা' সংক্ষিপ্ত করে খুবই গোছানো ও পরিমার্জিত আকারে রাসুলের জীবনচরিত উপস্থাপিত হয়েছে। রাসুলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে রচিত তৃতীয় খণ্ডে ইবনুল মুলাক্কিনের 'গয়াতিস সুল ফি খাসায়িসির রাসুল' গ্রন্থের সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে। রাসুলের গুণাবলি নিয়ে রচিত চতুর্থ খণ্ডে ইমাম তিরমিজির 'শামায়িলুন নবি' ও লেখকের স্বরচিত 'মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ ওয়াল হুকুক ওয়াল কিয়াম ওয়াল আখলাক ওয়া ইলাজু মুশকিলাতিল আলামিল মুআসির' গ্রন্থের সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে ইবনুল কাইয়িম আল জাওজি রচিত 'জাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ' গ্রন্থের সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে কাজি আয়াজ রচিত 'কিতাবুশ শিফা বিতারিফি হুকুকিল মুস্তাফা' গ্রন্থের সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ খণ্ডে ইমাম নববির 'রিয়াজুস সালিহিন' থেকে রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। সব মিলিয়ে আধুনিককালে রচিত একটি যুগান্তকারী সিরাত বিশ্বকোষ হিসেবে গ্রন্থটি বোদ্ধামহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আলোচ্য সিরাত বিশ্বকোষের দ্বিতীয় খণ্ড তথা 'মুখতাসারু সিরাতু ইবনি হিশাম'-এর অনুবাদ। সর্বশ্রেণির পাঠকের উপযুক্ত করে খুবই দক্ষতার সঙ্গে ইবনু হিশাম রচিত মূল সিরাত গ্রন্থটির পরিমার্জিত ও সুবিন্যস্ত রূপ এতে তুলে ধরা হয়েছে।

সময় স্বল্পতার দরুন মুহাম্মাদ পাবলিকেশনের শ্রদ্ধেয় প্রকাশক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খানের তত্ত্বাবধানে যৌথভাবে গ্রন্থটির অনুবাদ করা হয়। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমার গ্রন্থটির প্রথম অর্ধেক তথা প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'মাক্কি জীবন' অনুবাদের সৌভাগ্য হয়। 'মাদানি যুগ' অনুবাদ করেন জমির মাসরূর ও খোবাইব আহমাদ সাইদ। আশা করি, 'সংক্ষিপ্ত সিরাতু ইবনি হিশাম'-এর অধ্যয়ন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতের সঙ্গে পাঠকের সম্পর্ককে আরও নিবিড় করে তুলবে।

**—আবদুর রহমান**
নসর সিটি, কায়রো, মিসর
০১.১০.২০২২

# সিরাতশাস্ত্র নিয়ে কিছু কথা

## সিরাতের পরিচয়

জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু অবধি রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের সামগ্রিক আলোচনাই সিরাত।

## সিরাতের গুরুত্ব

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত মূলত কুরআন-সুন্নাহর বাস্তবিক এক প্রায়োগিক চিত্র। সিরাত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের আকিদা, ইবাদত, লেনদেন, আখলাক, শান্তি-যুদ্ধ, দাওয়াত, জিহাদ, সহজ-কঠিন, ঘরের ভেতরের ও বাইরের অবস্থা, সাথিদের সঙ্গে ও শত্রুদের সঙ্গে ব্যবহারসহ সবকিছুর বিস্তারিত সংকলিত রূপ। যে ব্যক্তি জাতি ও সমাজের নেতৃত্ব দিতে চায়, তার জন্যও যেমন সিরাতে নববিতে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তেমনিভাবে যে ব্যক্তি নিজের ঘরকে শোভিত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ রাখতে চায়, তার জন্যও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতে রয়েছে অনুসরণীয় আদর্শ ।

## সিরাতের উপকারিতা

সিরাতশাস্ত্র সমগ্র মানবসমাজের জন্য এমন এক মহান আদর্শ উপস্থাপন করে, যার আলোকে আমরা উত্তম আখলাক ও মানবীয় পরিপূর্ণতার স্বরূপ নির্ণয় করতে পারি। সিরাত একজন মুসলিমের নিকট পূর্ণাঙ্গ নৈতিক আদর্শ তুলে ধরে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের নিজেদের জীবন, সন্তানাদি ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক ভালোবাসার দৃষ্টান্ত রয়েছে সিরাতে। সিরাতের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও দাওয়াতি স্তরসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়; যা আমরা আমাদের বর্তমান যুগে প্রয়োগ করতে পারি। এছাড়াও সম্মানিত সাহাবিগণ এবং জনসাধারণের সঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যবহার থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের জীবনকেও আমরা উন্নত নববি আচরণে পবিত্র ও সুসজ্জিত করতে পারি।

# ইবনু হিশামের ‘আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা’ বিষয়ে কিছু কথা

### গ্রন্থের গুরুত্ব

ইবনু হিশামের ‘আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা’ গ্রন্থটি মূলত মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক ইবনু ইয়াসার (মৃত্যু ১৫০ হিজরি)-এর কিতাবের সংক্ষিপ্তরূপ। ইবনু ইসহাক রচিত কিতাবটি সিরাতশাস্ত্রের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হিসেবে গণ্য। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক সর্বসম্মতিক্রমে সিরাতশাস্ত্রের ইমাম হিসেবে খ্যাত। তবে তাঁর রচিত সিরাতগ্রন্থটি এখনো আমাদের পর্যন্ত পরিপূর্ণ পৌঁছেনি। এ কিতাবটির কিছু অংশ মাত্র পাওয়া যায়। ডক্টর মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ‘আল মুবতাদা ওয়াল মাবআস ওয়াল মাগাজি’ নামে কিতাবটি তাহকিক করেছেন। সুহাইল জাক্কারের পর্যবেক্ষণেও কিতাবটি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর নুসখা তথা পাণ্ডুলিপির নাম দেওয়া হয়েছে ‘আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লি ইবনি ইসহাক বিরিওয়ায়াতি ইউনুস ইবনু বুকাইর’।

আলিমগণ ইবনু ইসহাকের সিরাতগ্রন্থটিকে সাদরে গ্রহণ করে নেন। ইবনু শিহাব (মৃত্যু ১২৪ হিজরি)-কে ইবনু ইসহাকের মাগাজি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ইনি তো মানুষের মধ্যে সিরাতশাস্ত্রের সবচেয়ে বড় বিশারদ।[১]

ইমাম শাফিয়ি (মৃত্যু ২০৪ হিজরি) বলেন, মাগাজিশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনকারী প্রতিটি মানুষই ইবনু ইসহাকের পরিবারভুক্ত।[২]

[১] *তাহজিবুল কামাল,* ইমাম মিজ্জি, খণ্ড : ২৪, পৃষ্ঠা : ৪৩
[২] *আত-তবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৫০

ইবনু সাদ (মৃত্যু ১৬৮ হিজরি) বলেন, ইবনু ইসহাকই প্রথম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাগাজি রচনা ও সংকলন করেছেন।[৩]

ইবনু আদি (মৃত্যু ৩৬৫ হিজরি) বলেন, ইবনু ইসহাকের অন্যতম কৃতিত্ব হলো, তিনি রাজা-বাদশাদের কেচ্ছা-কাহিনি থেকে মানুষের মনোযোগকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। এখন মানুষ সৃষ্টির সূচনা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ও মাগাজি নিয়ে অধ্যয়ন করে। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে ইবনু ইসহাক অন্য সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। তার পর আরও অনেকে এ বিষয়ে লিখলেও তারা ইবনু ইসহাকের স্তরে উন্নীত হতে পারেননি।[৪]

জাহাবি (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরি) বলেন, তিনি ছিলেন মাগাজি শাস্ত্রের বিজ্ঞ পণ্ডিত।[৫]

ইবনু হিশাম আল বসরি (মৃত্যু ২১৮ হিজরি) ইবনু ইসহাকের গ্রন্থ হতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত সম্পৃক্ত অংশটুকু সংক্ষেপে বিন্যস্ত ও পরিমার্জিত-পরিবর্ধিত করেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন, 'আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা'। এভাবে ইবনু ইসহাকের বিলুপ্ত কিতাবের একটি বড় অংশ সংরক্ষিত হয়েছে।

মানুষ ইবনু হিশামের সিরাতগ্রন্থটিও সাদরে গ্রহণ করেছেন। এটিকে অন্যান্য গ্রন্থের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যুগ যুগ ধরে সিরাতপ্রেমী জ্ঞানপিপাসু আলিমগণ এ কিতাবটির ব্যাখ্যা লিখেছেন, সংক্ষেপণ করেছেন, সংযুক্ত করেছেন ও টীকা লিখেছেন। এরূপ কিছু বিখ্যাত কাজ হলো—

আর-রওদুল উনুফ : এটি ইবনু হিশাম রচিত সিরাতবিষয়ক একটি বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ। লিখেছেন আবুল কাসিম আবদুর রহমান ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু আহমাদ আস সুহাইলি (মৃত্যু ৫৮১ হিজরি)।

আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা বিল মিনহিল মুহাম্মাদিয়্যা : ব্যাখ্যাগ্রন্থটি লিখেছেন শিহাবুদ্দিন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু মুহাম্মদ আল কস্তালানি আশ শাফিয়ি আল মিসরি (মৃত্যু ৯২৩ হিজরি)।

---

[৩] প্রাগুক্ত, ২৮-৪৩৬

[৪] *আল-কামিল ফি জুআফায়ির রিজাল,* ইবনু আদি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৭০

[৫] *সিয়ারু আলামিন নুবালা,* জাহাবি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৭

ইমাম মুহাম্মদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (মৃত্যু ১২০৬ হিজরি) তার গ্রন্থ 'মুখতাসারু সিরাতির রাসুল'-এর মধ্যে সিরাতু ইবনি হিশামকে সংক্ষিপ্ত করেছেন।

### আমাদের কথা

আমরা 'সিরাতু ইবনি হিশাম' গ্রন্থটি অতি যত্নের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত করেছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় মূল কিতাবের এমন আলোচনাগুলো বাদ দিয়েছি। কিছু সাহাবির ইসলাম গ্রহণের আলোচনাও আমরা বাদ দিয়েছি। গাজওয়া ও সারিয়াসমূহের মধ্য হতে গুরুত্বপূর্ণগুলোই শুধু তুলে ধরেছি।

### যে নুসখার ওপর নির্ভর করে এই সংক্ষিপ্তকরণ

ইবনু হিশামের কিতাবটির অনেকগুলো নুসখা ছাপা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম মুস্তফা আস-সাকা, ইবরাহিম আল ইবইয়ারি ও আবদুল হাফিজ আশ-শালাবি কর্তৃক তাহকিককৃত মিসরের মাকতাবাতুল হালবির নুসখা (দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৭৫ হি./১৯৫৫ খ্রি.)। এ নুসখাটির ক্ষেত্রে তারা চারটি প্রকাশিত নুসখার ওপর নির্ভর করেছেন। সেগুলো হলো : বুলাকের নুসখা (১২৫৯ হি.), জার্মান নুসখা (১২৭৬ হি.), মিসরের আল মাতবাআতুল খাইরিয়ার নুসখা (১৩২৯ হি.) ও মিসরের আল মাকতাবাতুল জামালিয়ার নুসখা (১৩৩২ হি.)। তারা দারুল কুতুবিল মিসরিয়ার চারটি পাণ্ডুলিপির ওপরও নির্ভর করেছেন। এগুলোর মধ্যে হতে একটি পাণ্ডুলিপিই ছিল পূর্ণাঙ্গ ও বিশ্বস্ত। আমরা আলোচ্য সংক্ষেপণের ক্ষেত্রে এ পাণ্ডুলিপিটির ওপরেই নির্ভর করেছি।

# ইবনু হিশাম রাহিমাহুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী

## নাম ও বংশধারা

আবদুল মালিক ইবনু হিশাম ইবনু আইউব আবু মুহাম্মদ আজ-জুহালি আস-সাদুসি। অনেকের মতে, তিনি আল হিমইয়ারি, আল মুআফিরি, আল বসরি ও মিসরের বাসিন্দা।

## জ্ঞান অর্জন

ইবনু হিশামের জ্ঞানের হাতেখড়ি বসরা শহরে। একসময় বসরা থেকে মিসরে গমন করেন। মিসরেই তাঁর ইন্তিকাল হয়। ইবনু হিশাম 'আস-সিয়ার ওয়াল মাগাজি লি ইবনি ইসহাক' গ্রন্থটি ইবনু ইসহাকের সঙ্গী জিয়াদ আল বুকায়ি থেকে শ্রবণ করেন। তাঁর অন্যতম শাইখ হলেন ইমাম আশ-শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ।

দারা কুতনি বলেন, ইমাম মিজ্জি থেকে বর্ণিত, আমাদের কাছে ইমাম শাফিয়ি আগমন করেন। মিসরে তখন মাগাজিশাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত আবদুল মালিক ইবনু হিশামও ছিলেন। তিনি ছিলেন মিসরবাসীর মধ্যে আরবি ভাষা ও কাব্যে অধিক জ্ঞানের অধিকারী। তাকে ইমাম শাফিয়ির কাছে গমন করার আহ্বান জানানো হয়। তিনি প্রথমে বিরত থাকেন। অতঃপর গমন করেন। ইমাম শাফিয়ির প্রতি মুগ্ধ হয়ে উচ্চারণ করেন, আমার ধারণাও ছিল না যে, আল্লাহ তাআলা ইমাম শাফিয়ির মতো মানুষ সৃষ্টি করেছেন।[৬]

[৬] *সিয়ারু আলামিন নুবালা,* জাহাবি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৪২৯

ইবনু কাসির তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবনু হিশাম। সিরাত বর্ণনাকারী। যেহেতু তিনি সিরাতকে বিন্যস্ত করেছেন এবং পরিমার্জন-পরিবর্ধন করেছেন; তাই তাঁর প্রতি সিরাতকে সম্বন্ধযুক্ত করে বলা হয় 'সিরাতু ইবনি হিশাম'। সিরাতের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ তিনি নিজে রচনা করেছেন এবং অনেক অপূর্ণ অংশ পূরণ করেছেন। তিনি আরবি ভাষা ও নাহুশাস্ত্রেরও পণ্ডিত ছিলেন। মিসরে বসবাস করতেন। ইমাম শাফিয়ির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে এবং উভয়ে মিলে বহু আরবি কাব্য-সাহিত্য চর্চা করেন।'[৭]

## ইবনু হিশামের ইন্তিকাল

ইবনু হিশাম ২১৮ হিজরির ১৩ রবিউস সানি মিসরে ইন্তিকাল করেন।[৮]

[৭] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* ইবনু কাসির, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩০৮

[৮] *সিয়ারু আলামিন নুবালা,* জাহাবি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৪২৮, আরও দেখুন, *তারিখু ইবনি ইউনুস আল-মাসরি,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৭

# সূ চি প ত্র

### থম অধ্যায়
## মাক্কিজীবন


| | |
|---|---|
| নবুওয়াত ও রিসালাতপূর্ব আলোচনা | ২৫ |
| ১. পবিত্র বংশধারা | ২৫ |
| ২. আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক নিজ সন্তানকে জবাই করার মান্নত | ২৬ |
| ৩. আবদুল্লাহর সঙ্গে আমিনা বিনতু ওয়াহাবের পরিণয় | ২৯ |
| ৪. আবদুল্লাহর ইন্তেকাল | ৩০ |
| ৫. রাসুল সা.-এর জন্ম ও দুগ্ধপান | ৩০ |
| ৬. রাসুল সা.-এর দুধপিতার বংশধারা | ৩০ |
| ৭. রাসুল সা.-এর দুধ ভাইবোন | ৩০ |
| ৮. রাসুল সা.-কে গ্রহণের পর প্রাপ্ত বরকত সম্পর্কে হালিমার ভাষ্য | ৩১ |
| ৯. রাসুল সা.-এর বক্ষ বিদারণকারী দুই ফেরেশতার ঘটনা | ৩৩ |
| ১০. হালিমা কর্তৃক রাসুল সা.-কে মায়ের জিম্মায় সোপর্দ | ৩৩ |
| ১১. রাসুল সা. ও তাঁর পূর্ববর্তী নবিগণ সকলেই মেষ চরিয়েছেন | ৩৪ |
| ১২. কুরাইশ বংশসূত্র ও বনু সাদের দুগ্ধপান নিয়ে রাসুল সা.-এর গৌরববোধ | ৩৪ |
| ১৩. মা আমিনার ইন্তিকাল ও আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে রাসুল সা.-এর দিনকাল | ৩৪ |
| ১৪. আবদুল মুত্তালিবের ইন্তিকাল | ৩৫ |
| ১৫. আব্বাস রাদি.-এর জমজমের পানি পান করানোর দায়িত্বগ্রহণ | ৩৫ |
| ১৬. চাচা আবু তালিবের রাসুল সা.-এর দায়িত্বগ্রহণ | ৩৬ |
| ১৭. আবু তালিব ও রাসুল সা.-এর পাদরি বাহিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ | ৩৬ |

১৮. বাল্যকাল থেকে রাসুল সা.-এর নিষ্কলুষ জীবন ৩৯
১৯. হারবুল ফিজার ৩৯
২০. রাসুলের সঙ্গে খাদিজার বিবাহ ৩৯
২১. খাদিজার গর্ভে রাসুলুল্লাহর সন্তানাদি ৪১
২২. রাসুলুল্লাহর সন্তান ইবরাহিমের মা ৪২

## নবুওয়াতের নিদর্শনসমূহ-৪৩

১. ওয়ারাকার সঙ্গে খাদিজার আলোচনা ও নবুওয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী ৪৩
২. কাবা নির্মাণের ঘটনা ও পাথর স্থাপনের ক্ষেত্রে কুরাইশদের মধ্যে মীমাংসা ৪৩
৩. আরব জ্যোতিষী, ইহুদি ধর্মগুরু ও খ্রিষ্টান পাদরিদের আলোচনা ৪৪
৪. ইহুদিদের পক্ষ থেকে রাসুল সা.-এর কথা বলে প্রতিপক্ষকে সতর্কীকরণ ৪৫

## নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর থেকে হিজরত পর্যন্ত-৪৬

[গোপন দাওয়াত]

১. মুহাম্মদ সা.-এর নবুওয়াতপ্রাপ্তি ৪৬
২. ওহির সূচনা হয়েছিল সত্যস্বপ্নের মাধ্যমে ৪৭
৩. রাসুল সা.-কে পাথর ও গাছের পক্ষ থেকে সালাম প্রদান ৪৭
৪. জিবরাইল আ.-এর আগমনের সূচনা ৪৮
৫. রাসুল সা. কর্তৃক খাদিজার কাছে জিবরাইলের ঘটনার বর্ণনা ৪৯
৬. খাদিজা কর্তৃক ওয়ারাকার কাছে ঘটনার বর্ণনা ৫০
৭. আল কুরআন অবতরণের সূচনা ৫১
৮. খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদের ইসলাম গ্রহণ ৫২
৯. ওহির বিরতিকাল ও সুরা দুহার অবতরণ ৫২
১০. সালাত ফরজ হওয়ার সূচনা ৫৩
১১. জিবরাইল কর্তৃক রাসুল সা.-এর জন্য সালাতের সময় নির্ধারণ ৫৪
১২. আলি ইবনু আবি তালিব ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম বালক ৫৫
১৩. দ্বিতীয় জায়েদ ইবনু হারিসার ইসলাম গ্রহণ ৫৫
১৪. আবু বকর সিদ্দিক রাদি.-এর ইসলাম গ্রহণ ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ৫৫
১৫. আবু বকর সিদ্দিক রাদি.-এর মাধ্যমে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন ৫৬

## প্রকাশ্য দাওয়াত


১. রাসুল সা. কর্তৃক নিজ গোত্র ও নিকটাত্মীয়দের কাছে দাওয়াত প্রদান ৫৭
২. কুরাইশদের পক্ষ থেকে মুমিনদের শাস্তিদানের আলোচনা ৬১
৩. আল কুরআনের বিশেষণ নির্ণয়ে ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরার দিশেহারা অবস্থা ৬১
৪. আউস ও খাজরাজসহ বিভিন্ন গোত্রে রাসুল সা.-এর আলোচনার প্রসার ৬৩
৫. রাসুল সা.-এর প্রতি নিজ গোত্রের অবিচার ৬৩
৬. হামজার ইসলাম গ্রহণ ৬৪
৭. রাসুল সা.-এর ব্যাপারে উতবা ইবনু রবিয়ার বক্তব্য ৬৫
৮. রাসুল সা.-এর প্রতি ঈমান আনয়নে কুরাইশদের হঠকারিতা ৬৭
৯. হাবশায় প্রথম হিজরত ৬৮
১০. মুহাজিরদের ফিরিয়ে আনতে কুরাইশদের প্রতিনিধি প্রেরণ ৬৮
১১. উমর ইবনুল খাত্তাব রাদি.-এর ইসলাম গ্রহণ ৭৩
১২. সহিফার সংবাদ ৭৬
১৩. কওম কর্তৃক রাসুল সা.-এর প্রতি অবিচার ৭৭
১৪. মক্কাবাসীর ইসলাম গ্রহণের গুজব শুনে হাবশা থেকে মুসলিমদের প্রত্যাবর্তন ৮২
১৫. চুক্তিভঙ্গের আলোচনা ৮২
১৬. ইসরার ঘটনা ৮৫
১৭. মিরাজের ঘটনা ৮৭
১৮. বিদ্রুপকারীদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট ৯২
১৯. আবু তালিব ও খাদিজার ইন্তিকাল ৯৩
২০. রাসুল সা.-এর সাকিফ গোত্র থেকে সহযোগিতা গ্রহণের প্রচেষ্টা ৯৫
২১. জিনদের রাসুল সা.-এর কথা শ্রবণ ও ঈমান গ্রহণ ৯৮
২২. রাসুল সা. কর্তৃক নিজেকে আরব গোত্রসমূহের কাছে পেশ করা ৯৯


## আকাবার বাইআত ও হিজরতের সূচনা-১০১


১. আনসারদের ইসলাম গ্রহণের সূচনা ১০১
২. আকাবার প্রথম বাইআত ও মুসআব ইবনু উমাইর ১০২
৩. সাদ ইবনু মুআজ ও উসাইদ ইবনু হুদাইরের ইসলাম গ্রহণ ১০৩

৪. আকাবার দ্বিতীয় বাইআত ১০৬
৫. আকাবার শেষ বাইআতের শর্তসমূহ ১১০
৬. রাসুল  সা.-এর কাছে যুদ্ধবিধান নাজিল হওয়া ১১০
৭. মদিনায় হিজরতকারীদের আলোচনা ১১২
৮. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরত ১১২

## দ্বিতীয় অধ্যায়
## মাদানি জীবন

এক. রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ১২৫
১. আনসার ও মুহাজিরদের অঙ্গীকার লিখন,
পাশাপাশি ইহুদিদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি ১২৫
২. আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন তৈরি ১২৫
৩. ইহুদি শত্রু ১২৫
৪. ইহুদিদের সঙ্গে মুনাফিকদের জোট ১২৬
৫. মদিনার আবহাওয়ার প্রতিকূলতা ১২৬
৬. হিজরতের উপখ্যান ১২৭
দুই. যুদ্ধ-সংগ্রাম ও অভিযান ১২৭
১. ওয়াদ্দান অভিযান, এটি নববিজীবনের প্রথম অভিযান ১২৭
২. উবাইদা ইবনুল হারিসের অভিযান, এই যুদ্ধে ইসলামের
পক্ষে প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয় ১২৭
৩. সাফওয়ান অভিযান, একে বদরের প্রথম যুদ্ধও বলা হয় ১২৭
৪. আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশের অভিযান ১২৮
৫. কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তন ১৩০
৬. বদরের বড় যুদ্ধ ১৩০
৭. সাওয়িকের যুদ্ধ ১৩৯
৮. বনু কাইনুকার যুদ্ধ ১৪০
৯. উহুদ যুদ্ধ ১৪২
১০. তৃতীয় হিজরির রজিয়ের ঘটনা ১৫৩
১১. বিরে মাউনার ঘটনা, হিজরি ৪, সফর মাস ১৫৬
১২. হিজরি ৪, বনু নাজির গোত্রকে দেশত্যাগের নির্দেশ ১৫৮
১৩. ৪র্থ হিজরির শাবানে অনুষ্ঠিত শেষ বদরের যুদ্ধ ১৬০
১৪. খন্দকের যুদ্ধ ১৬১

১৫. বনু কুরাইজার যুদ্ধ ১৭১
১৬. আমর ইবনুল আস ও খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণ ১৭৭
১৭. বনুল মুস্তালিকের যুদ্ধ ১৭৯
১৮. ইফকের ঘটনা ১৮২


## তৃতীয় অধ্যায়
## হুদাইবিয়া ও মক্কা বিজয়


১. হুদাইবিয়ার ঘটনা ১৮৯
২. বাইআতে রিজওয়ান ১৯৪
৩. সন্ধিচুক্তি ১৯৫
৪. সন্ধির পর দুর্বল মুসলিমদের অবস্থা ১৯৮
৫. সন্ধি পরবর্তী মুহাজির নারী ২০০
৬. মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ ও কিছু মুসলিমের তাড়াহুড়া ২০১
৭. খাইবারের উদ্দেশে রওনা ২০২
৮. বিষ মিশ্রিত বকরি ২০৩
৯. হাবশা থেকে জাফর ইবনু আবি তালিবের আগমন ২০৪
১০. কাজা উমরা ২০৪
১১. মুতা যুদ্ধ ২০৬
১২. মক্কা বিজয় ২০৮
১৩. হুনাইন যুদ্ধ ২১৯
১৪. তায়েফ যুদ্ধ ২২৩
১৫. হাওয়াজিনের বন্দি ও গনিমতের সম্পদ ২২৫
১৬. তাবুক যুদ্ধ ২৩০
১৭. মসজিদে জিরার ২৩৩
১৮. সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধিদলের আগমন ও তাদের ইসলাম গ্রহণ ২৩৪
১৯. লোকদের নিয়ে আবু বকরের হজ পালন ২৩৫
২০. নবম হিজরি ও প্রতিনিধিদলের বছর ২৩৫


## চতুর্থ অধ্যায়
## বিদায় হজ ও অসুস্থতার সূচনা


১. বিদায় হজ ২৩৭
২. রাজা-বাদশাদের কাছে দূত প্রেরণ ২৩৯

৩. ফিলিস্তিনের উদ্দেশে উসামা ইবনু জায়েদকে প্রেরণ ২৩৯
৪. অসুস্থতার সূচনা ২৪০
৫. নবিজির স্ত্রীগণ, উম্মাহাতুল মুমিনিন ২৪০
৬. আয়েশার ঘরে নবিজির সেবা ২৪১
৭. সাকিফায়ে বনু সায়িদার আলোচনা ২৪৬
৮. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাফন-দাফন ২৪৮

সংক্ষিপ্ত

# সিরাতু ইবনি হিশাম

প্রথম অধ্যায়

# মাক্কি জীবন

# নবুওয়াত ও রিসালাত-পূর্ব আলোচনা

## ১. পবিত্র বংশধারা

আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবনু হিশাম আন-নাহবি বলেন, এটি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সিরাতগ্রন্থ। তিনি মুহাম্মদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু আবদিল মুত্তালিব। আবদুল মুত্তালিবের নাম শাইবা ইবনু হাশিম। হাশিমের প্রকৃত নাম আমর ইবনু আবদি মানাফ। আবদে মানফের নাম আল মুগিরা ইবনু কুসাই। কুসাইয়ের নাম জায়িদ ইবনু কিলাব ইবনু মুররা ইবনু কাব ইবনু লুওয়াই ইবনু গালিব ইবনু ফিহর ইবনু মালিক ইবনুন নজর ইবনু কিনানা ইবনু খুজাইমা ইবনু মুদরিকা। মুদরিকার পুরো নাম আমর ইবনু ইলিয়াস ইবনু মুজার ইবনু নিজার ইবনু মাআদ ইবনু আদনান।

ইনশাআল্লাহ, আমি এ গ্রন্থটি হজরত ইসমাইল ইবনু ইবরাহিম আলাইহিমাস সালামের আলোচনার মধ্যমে শুরু করব। ইসমাইল আলাইহিস সালামের সন্তানাদি ও বংশধরদের মধ্য হতে পর্যায়ক্রমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করব। তাদের সংশ্লিষ্ট সকল আলোচনা তুলে ধরব। তবে ইসমাইল আলাইহিস সালামের সন্তানদের মধ্য হতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধারায় যাদের মধ্যস্থতা নেই, আলোচনার সংক্ষিপ্ততার স্বার্থে তাদের বিবরণ এড়িয়ে যাব। এভাবে তাদের অনুষঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোকপাতের মাধ্যমে আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতের মূল আলোচনায় প্রবেশ করব।

ইবনু ইসহাকের সেইসব আলোচনা আমরা ছেড়ে দেবো, যেসব বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে কোনো বাণী পাওয়া যায়নি। যেগুলোর বিষয়ে আল কুরআনেও কোনো আলোচনা আসেনি। এ গ্রন্থের কোনো বিষয়বস্তুর সঙ্গেও যার সংশ্লিষ্টতা নেই। এ গ্রন্থের কোনো উপজীব্যের বিবরণী হিসেবেও যেগুলো আলোচিত

হয়নি। কেননা, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রন্থটিকে আমরা যারপরনাই সংক্ষিপ্ত করতে সচেষ্ট থেকেছি।

মূল গ্রন্থে এমন কিছু কবিতা রয়েছে, যেগুলো আহলুল ইলমের নিকট অপরিচিত এবং এমন কিছু আলোচনা রয়েছে, যেগুলো উল্লেখ না করাই শ্রেয়; আর এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা নিয়ে আলোচনা করা অনেকের কাছেই অপছন্দনীয় এবং এমন কিছু আলোচনা আছে, আল বুকায়ি যেগুলোর বর্ণনার স্বীকৃতি দেননি, সে সকল বর্ণনাও আমি ছেড়ে দেবো। এ ছাড়া অন্য যে-সকল আলোচনা আমি যুক্ত করব পর্যাপ্ত গবেষণা ও যাচাই-বাছাই শেষে সে রেওয়ায়েতগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হয়ে তবেই উল্লেখ করব।

## ২. আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক নিজ সন্তানকে জবাই করার মান্নত

সিরাত-বিষয়ক অনেক গবেষকের ধারণা, আবদুল মুত্তালিব ইবনু হাশিম জমজম কূপ খননকালে কুরাইশদের তরফে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলে এই মর্মে মান্নত করেন যে, যদি আমার ১০টি সন্তান হয় এবং তারা সকলেই বয়সের এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে, আমাকে শত্রুদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার সামর্থ্য রাখে, তাহলে তাদের একজনকে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাবার সম্মুখে কুরবানি করব।

একপর্যায়ে তার সন্তানসংখ্যা ১০জন পূর্ণ হয়। তারা সকলেই পরিণত বয়সে উপনীত হন। আবদুল মুত্তালিব সন্তানদেরকে একত্র করেন। নিজের মান্নতের কথা জানান। তাদেরকে মান্নত আদায়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের আহ্বান জানান। আবদুল মুত্তালিবের সন্তানরা পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বললেন, আমরা কীভাবে এটি বাস্তবায়ন করতে পারি? তিনি বললেন, তোমরা প্রত্যেকেই একটি করে তির নাও। তাতে নিজ নিজ নাম লিখে আমার নিকট নিয়ে এসো।

তারা পিতার কথা অনুযায়ী কাজ করেন। তিরে নিজ নিজ নাম লিখে পিতা আবদুল মুত্তালিবের নিকট নিয়ে এলেন। আবদুল মুত্তালিব নাম-লিখিত তিরগুলো নিয়ে কাবাঘরে হুবল দেবতার নিকট উপস্থিত হলেন। সে সময় হুবল দেবতা কাবার অভ্যন্তরে একটি কূপের মধ্যে স্থাপিত ছিল। কাবার জন্য উৎসর্গীকৃত সকল কিছুই এ কূপেই জমা করা হতো।

আবদুল মুত্তালিব সেখানকার দায়িত্বশীলকে তার মান্নতের কথা জানালেন। বললেন, আমার ১০ সন্তানের মধ্যে তাদের তিরগুলো চালনা করুন। প্রত্যেক সন্তানই দায়িত্বশীল লোকটিকে নিজ নিজ নাম-লিখিত তিরটি প্রদান করলেন। এ সময়ে আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল মুত্তালিব ছিলেন তার পিতার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট।

ইবনু ইসহাক বলেন, অনেকের ধারণা যে, আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্যে আবদুল্লাহই ছিলেন পিতার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আবদুল মুত্তালিব কামনা করছিলেন, তার তিরটি যেন না উঠে আসে এবং সে বেঁচে যায়। এই আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল মুত্তালিবই ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত পিতা।

নির্ধারিত দায়িত্বশীল লোকটি চালনার জন্য তিরগুলো হাতে নিলে আবদুল মুত্তালিব হুবলের কাছে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে থাকেন। তির চালানো হলে তাতে আবদুল্লাহর নামই বেরিয়ে আসে। আবদুল মুত্তালিব একটি তরবারিসহ পুত্র আবদুল্লাহকে নিয়ে ইসাফ ও নায়িলা নামক স্থানে চলে যান। এখানেই তাকে কুরবানি করার মনস্থ করেন। কিন্তু কুরাইশরা আবদুল মুত্তালিবকে বাধা দেয়। কুরাইশরা জানতে চায়, হে আবদুল মুত্তালিব, আপনি কী করতে যাচ্ছেন?

আবদুল মুত্তালিব বলেন, তাকে কুরবানি করব।

কুরাইশরা আবদুল মুত্তালিবকে বলেন, আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, যথাসম্ভব তাকে জবাই করা থেকে বিরত থাকুন। আপনি যদি এমনটি করেন, তাহলে তো অন্যান্য মানুষও তাদের সন্তানদের নিয়ে এসে জবাই করে দেওয়ার প্রচলন ঘটিয়ে বসবে। তাহলে মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব টিকে থাকবে কীভাবে?

মুগিরা ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু মাখজুম ইবনু ইকাজা তাকে বলেন, আল্লাহর শপথ! একেবারেই বাধ্য না হলে আপনি তাকে কিছুতেই জবাই করতে পারেন না। প্রয়োজনে আমরা নিজেদের সম্পদ থেকে হলেও তার ফিদইয়া আদায় করে দেবো। আবদুল্লাহ ছিলেন মুগিরা গোত্রের বোনের সন্তান।

কুরাইশরা তাকে বলল, আপনার এমনটি করার প্রয়োজন নেই। তাকে নিয়ে হিজাজ চলে যান। সেখানে একজন অভিজ্ঞ জ্যোতিষী আছেন। অনেক কিছু তার অধীনস্থ। জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে তার নির্দেশনা অনুযায়ী বিষয়টির সমাধান করুন। তিনি যদি আপনাকে জবাই করার নির্দেশ দেন, তাহলে জবাই করুন। আর যদি ভিন্ন কোনো পরামর্শ দেন, যাতে আপনার ও আপনার সন্তানের মুক্তি (ও কল্যাণ) রয়েছে, তাহলে সেটাই বাস্তবায়ন করুন।

অতঃপর তারা মদিনায় চলে যান। খাইবারে সেই জ্যোতিষীর সন্ধান মেলে। জ্যোতিষীর কাছে পৌঁছে আবদুল মুত্তালিব তাকে ঘটনা সবিস্তারে খুলে বলেন। নিজের মান্নত ও সন্তানের কথা তাকে বিস্তারিত জানান। সব শুনে জ্যোতিষী বলেন, আজকের মতো তোমরা চলে যাও। আমার বশীভূত (জিন) এলে আমি তার নিকট থেকে এ বিষয়ের সমাধান জেনে নেব।

আবদুল মুত্তালিব সন্তানকে নিয়ে তখনকার মতো জ্যোতিষীর কাছ থেকে চলে আসেন। সেখান থেকে ফিরে তিনি একটি সুন্দর সমাধানের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করতে থাকেন। পরদিন আবার জ্যোতিষীর কাছে গেলে তিনি তাদের বলেন, আমার নিকট এর সমাধান পৌঁছেছে। তোমাদের মধ্যকার সাধারণ মুক্তিপণ কত? তারা জবাব দেন, ১০টি উট। উল্লেখ্য, সে সময় কুরাইশদের মধ্যকার মুক্তিপণই ছিল ১০টি উট।

জ্যোতিষী বলেন, তোমরা নিজেদের অঞ্চলে চলে যাও। একদিকে তোমাদের সঙ্গী আবদুল্লাহকে রাখো এবং অপরদিকে ১০টি উট রাখো। এরপর তির চালনা করো। যদি তোমাদের সঙ্গীর নাম উঠে আসে, তাহলে উটের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিতে থাকো; যতক্ষণ না তোমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হয়ে যান। আর যদি তির চালনায় উটের নাম বেরিয়ে আসে, তাহলে উটগুলো জবাই করে দাও। এভাবে তোমাদের প্রতিপালকও সন্তুষ্ট হবেন এবং তোমাদের সঙ্গীও মুক্তি পেয়ে যাবে।

আবদুল মুত্তালিব সকলকে নিয়ে সেখান থেকে মক্কায় চলে আসেন। সকলেই জ্যোতিষীর কথা অনুযায়ী কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। আবদুল মুত্তালিব কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। আবদুল্লাহ ও ১০ উটের মধ্যে তির চালনা করা হয়। এ সময় আবদুল মুত্তালিব হুবলের কাছে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করছিলেন। তির চালানো হলে আবদুল্লাহর নামই উঠে আসে। এরপর তারা আরও ১০টি উট বাড়িয়ে দেন। উটের সংখ্যা ২০ হয়ে যায়। আবদুল মুত্তালিব আবার আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু তির চালানো হলে এবারও আবদুল্লাহর নামই উঠে আসে।

এরপর তারা আরও ১০টি উট বাড়িয়ে দেন। উটের সংখ্যা ৩০ হয়ে যায়। আবদুল মুত্তালিব আবারও আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু তির চালানো হলে এবারও আবদুল্লাহর নামই উঠে আসে।

এরপর তারা আরও ১০টি উট বাড়িয়ে দেন। উটের সংখ্যা ৪০ হয়ে যায়। আবদুল মুত্তালিব আবারও আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু তির চালানো হলে এবারও যথারীতি আবদুল্লাহর নামই উঠে আসে।

এরপর তারা আরও ১০টি উট বাড়িয়ে দেন। উটের সংখ্যা ৫০ হয়ে যায়। আবদুল মুত্তালিব আবারও আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু তির চালানো হলে এবারও আবদুল্লাহর নামই উঠে আসে।

এরপর তারা আরও ১০টি উট বাড়িয়ে দেন। উটের সংখ্যা ৬০ হয়ে যায়। আবদুল মুত্তালিব আবারও আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু তির চালানো হলে এবারও আবদুল্লাহর নামই উঠে আসে।

এরপর তারা আরও ১০টি উট বাড়িয়ে দেন। উটের সংখ্যা ৭০ হয়ে যায়। আবদুল মুত্তালিব আবার আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু তির চালানো হলে এবারও আবদুল্লাহর নামই উঠে আসে।

এরপর তারা আরও ১০টি উট বাড়িয়ে দেন। উটের সংখ্যা ৮০ হয়ে যায়। আবদুল মুত্তালিব আবার আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু তির চালানো হলে এবারও আবদুল্লাহর নামই উঠে আসে।

এরপর তারা আরও ১০টি উট বাড়িয়ে দেন। উটের সংখ্যা ৯০ হয়ে যায়। আবদুল মুত্তালিব আবার আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু তির চালানো হলে এবারও আবদুল্লাহর নামই উঠে আসে।

এরপর তারা আরও ১০টি উট বাড়িয়ে দেন। উটের সংখ্যা ১০০ হয়ে যায়। আবদুল মুত্তালিব আবার আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করেন। এরপর তির চালানো হলে এবার উটের নাম বেরিয়ে আসে। কুরাইশরা ও উপস্থিত অন্যান্য সকলেই বলে ওঠেন, হে আবদুল মুত্তালিব, (এবার) আপনার প্রতিপালক সন্তুষ্ট হয়েছেন।

অনেকের মতে, আবদুল মুত্তালিব এতেও প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি বলে ওঠেন, আল্লাহর শপথ! আমি আরও তিনবার তির চালনা করব। অতঃপর আবদুল্লাহ ও উটের মধ্যে আবার তির চালনা করা হলো। আবদুল মুত্তালিব আল্লাহর নিকট দুআ করতে থাকেন। তিরে উটের নাম বেরিয়ে আসে। এরপর আবারও তির চালনা করা হয়। আবদুল মুত্তালিব দাঁড়িয়ে দুআ করতে থাকেন। তিরে আবার উটের নাম বেরিয়ে আসে। এরপর তৃতীয়বার আবার তির চালনা করা হয়। আবদুল মুত্তালিব আবার আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করতে থাকেন। এবারও তিরে উটের নামই উঠে আসে। অতঃপর তৎকালীন সামাজিক রীতি মেনে আবদুল্লাহর পরিবর্তে উটগুলো জবাই করে দেওয়া হয়।

## ৩. আবদুল্লাহর সঙ্গে আমিনা বিনতু ওয়াহাবের পরিণয়

আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাহকে নিয়ে ওয়াহাব ইবনু আবদি মানাফ ইবনু জাহরা ইবনু কিলাব ইবনু মুররা ইবনু কাব ইবনু লুওয়াই ইবনু গালিব ইবনু ফিহরের কাছে যান। ওয়াহাব ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত লোক। বনু জাহরার নেতা। ওয়াহাব আবদুল্লাহর সঙ্গে তার মেয়ে আমিনা বিনতু ওয়াহাবের বিবাহ দিয়ে দেন। আমিনা সে সময়ে কুরাইশদের মধ্যে বংশ ও সম্ভ্রান্ততার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ নারী ছিলেন।

## ৪. আবদুল্লাহর ইন্তিকাল

বিয়ের কিছুদিন পরই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতা আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল মুত্তালিব ইন্তিকাল করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মা তখন গর্ভবতী ছিলেন।

## ৫. রাসুল সা.-এর জন্ম ও দুগ্ধপান

ইবনু ইসহাক বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হস্তীবাহিনীর ঘটনার বছর ১২ রবিউল আউয়াল, সোমবার, জন্মগ্রহণ করেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মা তাকে প্রসব করার পর দাদা আবদুল মুত্তালিবের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন। তিনি এসে যেন তার নাতিকে দেখে যান। আবদুল মুত্তালিব নাতিকে দেখতে আসেন। এ সময় আমিনা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গর্ভধারণ-কালে যেসব বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেগুলো আবদুল মুত্তালিবকে জানান। তাকে এই সন্তানের ব্যাপারে যেসব কথা বলা হয়েছে এবং যেই নাম রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সবকিছু খুলে বলেন।

অতঃপর আবদুল মুত্তালিব সদ্যপ্রসূত শিশুকে নিয়ে কাবাঘরে প্রবেশ করেন। আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করেন। এ মহান নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। এরপর নাতিকে নিয়ে বের হয়ে আসেন এবং মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ধাত্রীর সন্ধান করা হয়। বনু সাদ ইবনু বকরের হালিমা বিনতু আবি জুওয়াইব নামক একজন মহিলাকে তাঁকে দুগ্ধপান করানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

## ৬. রাসুল সা.-এর দুধপিতার বংশধারা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুধপিতার নাম হারিস ইবনু আবদিল উজ্জা ইবনু রিফায়া ইবনু মাল্লান ইবনু নাসিরা ইবনু ফুসাইয়া ইবনু নসর ইবনু সাদ ইবনু বকর ইবনু হাওয়াজিন।

## ৭. রাসুল সা.-এর দুধ ভাইবোন

ইবনু ইসহাক বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুধ ভাইবোন হলেন আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস, উনাইসা বিনতুল হারিস ও হুজাফা বিনতুল হারিস। তিনি

সায়েমা নামে প্রসিদ্ধ। তার সায়েমা নামটি এতটাই প্রসিদ্ধ হয়ে যায় যে, সম্প্রদায়ের কেউ তাকে সায়েমা ব্যতীত অন্য নামে চিনতই না। তারা সকলেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধ-মা হালিমা বিনতু আবি জুওয়াইব আবদুল্লাহ ইবনুল হারিসের সন্তান।

## ৮. রাসুল সা.-কে গ্রহণের পর প্রাপ্ত বরকত সম্পর্কে হালিমার ভাষ্য

ইবনু ইসহাক আবদুল্লাহ ইবনু জাফর ইবনু আবি তালিব অথবা যিনি তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন তার সূত্রে বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুধ-মা হালিমা বিনতু আবি জুওয়াইব আস-সাদিয়ার ভাষ্যমতে, তিনি তার স্বামী ও ছোট্ট শিশুকে নিয়ে বনু সাদ ইবনু বকর থেকে দুগ্ধপানকারী শিশুর সন্ধানে বের হওয়া অন্য নারীদের সঙ্গে নিজেদের অঞ্চল থেকে বের হয়েছিলেন। এটি ছিল দুর্ভিক্ষের বছর। তাদের জীবনধারণের তেমন কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না।

তিনি বলেন, আমি একটি সাদা গাধীতে আরোহণ করেছিলাম। আমাদের সঙ্গে আমাদের জরাগ্রস্ত উষ্ট্রীটিও ছিল। এটি এক ফোঁটা দুধও দিচ্ছিল না। আমাদের সঙ্গে থাকা ছোট্ট শিশুটির চিৎকারের আওয়াজে আমরা কোনো রাতেই ঠিকমতো ঘুমাতে পারছিলাম না। শিশুটি ক্ষুধার তাড়নায় অনবরত কেঁদে চলছিল। আমার স্তনেও তার জন্য পর্যাপ্ত দুধ ছিল না। উষ্ট্রীর থেকেও কোনো খাবারের আশা করা যাচ্ছিল না। আমরা প্রতিপালকের নিকট তাঁর দয়া বর্ষণ ও এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ কামনা করছিলাম। আমি এ সফরে আমার শীর্ণ গাধীতে আরোহণ করে বেরিয়ে পড়েছিলাম। দুর্বলতা ও অক্ষমতার দরুন গাধীটি অন্যদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিল না। অনেক পিছিয়ে পড়ছিল।

একপর্যায়ে এভাবেই আমরা দুগ্ধপানকারী সন্তানের খোঁজে মক্কায় এসে পৌঁছলাম। আমাদের সঙ্গে আসা মহিলাদের নিকট রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেশ করা হলে তিনি এতিম বলে প্রত্যেকেই তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করছিল। কেননা, আমরা সকলেই দুগ্ধপানকারী শিশুর পিতার কাছ থেকে অনেক কিছু পাওয়ার আশা পোষণ করতাম। এজন্যই আমরা মনে মনে বলছিলাম যে, ছেলেটি তো পিতৃহীন; তাঁর মা ও দাদা কীই-বা আর দিতে পারবে? ফলে আমরা তাঁকে এড়িয়ে চলছিলাম। একপর্যায়ে আমি ব্যতীত আমার সঙ্গে আসা সকল মহিলাই দুগ্ধপানকারী সন্তান পেয়ে গেল।

আমরা ফেরার উদ্দেশ্যে সমবেত হলাম। এ সময় আমি আমার স্বামীকে বললাম, আল্লাহর শপথ! এভাবে কোনো শিশুকে না নিয়ে অন্য নারীদের সঙ্গে ফিরে যেতে আমার ভালো লাগছে না। আমি গিয়ে সেই এতিম শিশুটিকে নিয়ে আসি। স্বামী বললেন, ঠিক আছে, নিয়ে আসতে পারো। হয়তো তাঁর মাধ্যমেও আল্লাহ তাআলা আমাদের বরকত দিতে পারেন।

হালিমা বলেন, অতঃপর আমি গিয়ে সেই এতিম শিশুটিকে নিয়ে এলাম। আমি শুধু এজন্যই তাঁকে নিয়েছিলাম যে, আমি অন্য কোনো দুগ্ধপানকারী শিশু পাইনি।

হালিমা বলেন, আমি শিশু মুহাম্মদকে নিয়ে বাহনের কাছে ফিরে এলাম। কোলে বসিয়ে দুধপান করতে দিলাম। সে এত অধিক পরিমাণ দুধপান করল যে, পরিপূর্ণ তৃপ্ত হয়ে গেল। তাঁর ভাইও পান করে তৃপ্ত হয়ে গেল। অতঃপর উভয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। অথচ এর পূর্বে আমরা আমাদের সন্তানকে নিয়ে ঘুমোতেই পারিনি। আমার স্বামী আমাদের সেই শীর্ণ জরাগ্রস্ত উষ্ট্রীটির কাছে গেলেন। দেখা গেল উষ্ট্রীটি দুধে পরিপূর্ণ! তিনি পর্যাপ্ত দুধ দোহন করলেন। আমরা উভয়েই একসঙ্গে পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে গেলাম। এভাবে আমরা একটি উত্তম রাত্রি যাপন করলাম।

হালিমা বলেন, সকাল হলে আমার স্বামী বললেন, হালিমা, তুমি তো একটি বরকতময় শিশু নিয়ে এসেছ।

হালিমা বলেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমিও এমন বরকতই কামনা করি।

হালিমা বলেন, অতঃপর আমি আমার গাধীতে আরোহণ করলাম। শিশুটিকেও আমার সঙ্গে গাধীতে তুলে নিলাম। আল্লাহর শপথ! এ বাহনটি এত দ্রুত গতিতে ছুটতে লাগল যে, কোনো বাহনই এটির সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছিল না। এমনকি আমার সঙ্গী নারীরা আমাকে বলতে শুরু করল, হে আবু জুওয়াইবের কন্যা, তোমার ওপর দুর্ভোগ, আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা তো করো! এটি তোমার সেই গাধীটি না, যাতে করে তুমি বের হয়েছিলে?

আমি তাদের বললাম, আল্লাহর শপথ! এটি তো সেই গাধীই। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন, হঠাৎ এটির কী হলো?

হালিমা বলেন, আমরা বনু সাদের অঞ্চলে আমাদের বসতিতে চলে এলাম। আমার জানামতে সে সময় এ ভূমির চেয়ে অধিক অনুর্বর কোনো ভূমি আল্লাহর জমিনে ছিল না। এসবের মধ্যেও সন্ধ্যায় আমাদের ছাগলটি আনতে গিয়ে দেখলাম এটি খাবারে পরিতৃপ্ত ও দুধে টইটম্বুর হয়ে আছে। আমরা পর্যাপ্ত ছাগলের দুধ দোহন করে পান করলাম। অন্য কেউই তখন তাদের ছাগল থেকে এক ফোঁটা দুধও দোহন করতে পারেনি। তাদের ছাগলের ওলানে বিন্দু পরিমাণ দুধও ছিল না। একপর্যায়ে আমার সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের রাখালদের বলতে লাগল, দুর্ভোগ তোমাদের জন্য, আবু জুওয়াইবের কন্যার ছাগলগুলোর আশপাশে তোমরা নিজেদের ছাগলগুলো চরাতে পারো না।

এভাবেই তাদের ছাগলগুলো দুর্ভিক্ষ কবলিত ভূমি থেকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরে আসত। পক্ষান্তরে আমার ছাগল ফিরত পরিপূর্ণ তৃপ্ত হয়ে দুধে টইটুম্বুর অবস্থায়।

আমরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অশেষ নিয়ামত ও বরকত উপভোগ করে চলছিলাম। এরই মধ্যে তাঁর দুগ্ধপানের দু-বছর পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তিনি ছিলেন অন্য শিশুদের থেকে সম্পূর্ণই আলাদা। দু-বছরেই যথেষ্ট বুঝদার হয়ে উঠেছিলেন।

হালিমা বলেন, আমরা শিশুটিকে তার মায়ের কাছে নিয়ে এলাম। তবে আমরা চাইছিলাম শিশুটি আরও কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থাকুক। কেননা, আমরা সরাসরি তাঁর বরকত উপভোগ করছিলাম। আমরা এ বিষয়ে তাঁর মায়ের সঙ্গে কথা বলি। তাকে বলি, তাঁকে হৃষ্টপুষ্ট হওয়া পর্যন্ত আমাদের কাছে রেখে দিলেই ভালো হতো। আমার ভয় হচ্ছে, মক্কার প্লেগ যেন আবার তাঁকে না পেয়ে বসে। হালিমা বলেন, অতঃপর তাঁর মা তাঁকে আবার আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে সম্মত হন।

## ৯. রাসুল সা.-এর বক্ষ বিদারণকারী দুই ফেরেশতার ঘটনা

হালিমা বলেন, আমরা তাকে নিয়ে আমাদের বসতিতে আবার ফিরে আসি। আগমনের কয়েক মাস পর একদিন তিনি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ির পাশে মেষপাল চরাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর ভাই হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমাকে ও তাঁর পিতাকে বলল, আমাদের কুরাইশি ভাইকে সাদা পোশাকঅলা দুজন লোক ধরে শুইয়ে বুক বিদীর্ণ করে ফেলেছে!

হালিমা বলেন, অতঃপর আমি ও তাঁর পিতা দ্রুত বের হয়ে তাঁর কাছে গেলাম। দেখলাম, বিবর্ণ চেহারা নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। হালিমা বলেন, আমি-আমার স্বামী তাকে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, তোমার কী হয়েছে বৎস?

তিনি বললেন, আমার কাছে দুজন লোক এসেছিলেন। তাদের পরিধানে ছিল সাদা কাপড়। তারা আমাকে শুইয়ে দিয়ে বুক বিদীর্ণ করেছেন। তারা সেখান থেকে কী যেন বের করে নিয়েছেন। আমি জানি না তা কী ছিল। হালিমা বলেন, অতঃপর আমরা তাঁকে নিয়ে বাসায় চলে আছি।

## ১০. হালিমা কর্তৃক রাসুল সা.-কে মায়ের জিম্মায় সোপর্দ

হালিমা বলেন, এই ঘটনার পর তাঁর পিতা আমাকে বললেন, আমার ভয় হচ্ছে এ শিশুকে হয়তো কোনো কিছু আছর করেছে। এসব প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে তাঁকে তাঁর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়াই হবে উত্তম।

হালিমা বলেন, এরপর আমরা তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে এলাম। তাঁর মা বললেন, তাকে আবার আমার কাছে কেন নিয়ে এলেন? আপনারা না তাঁকে নিজেদের কাছে রাখতে খুবই আগ্রহী ছিলেন?

আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা তাকে যথেষ্ট বড় করেছেন। আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। আমার ভয় হচ্ছে যে, তার আবার কিছু না ঘটে যায়। তাই আপনার পছন্দ অনুযায়ী তাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। আমিনা বললেন, কী হয়েছে তার? আমাকে সব খুলে বলুন তো!

হালিমা বলেন, তার পীড়পীড়ির দরুন আমি মূল ঘটনা খুলে বলতে বাধ্য হলাম। তিনি বললেন, আপনি কি তাঁর ওপর শয়তানের আছরের ভয় করছেন? হালিমা বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কখনোই না। আল্লাহর শপথ! শয়তান তাঁর ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। আমার সন্তানের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আমি কি তোমাকে তার বিষয়ে আরও কিছু জানাব না? হালিমা বলেন, অবশ্যই জানাবেন। তখন তিনি বললেন, সে আমার গর্ভে থাকাকালীন আমি দেখতে পেলাম, আমার থেকে একটি জ্যোতি বের হয়ে শাম ভূখণ্ডের বুসরার প্রাসাদগুলো আমার সামনে আলোকিত করে তুলেছে। এরপর সে আমার গর্ভে আসে। আল্লাহর শপথ! তাঁর চেয়ে অধিক সহজ গর্ভধারণ আমি কখনোই দেখেনি। প্রসবের সময় মনে হয়েছিল, সে যেন মাথা আকাশের দিকে তুলে ধরে দুহাত বাড়িয়ে পৃথিবীতে চলে এলো। তাকে নিয়ে পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনারা খুশিমনে ফিরে যান।

## ১১. রাসুল সা. ও তাঁর পূর্ববর্তী নবিগণ সকলেই মেষ চরিয়েছেন

ইবনু ইসহাক বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নবিদের মধ্যে এমন কেউই নেই, যিনি মেষ চরাননি। জানতে চাওয়া হলো, হে আল্লাহর রাসুল, আপনিও কি মেষ চরিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিও।

## ১২. কুরাইশ বংশসূত্র ও বনু সাদের দুগ্ধপান নিয়ে রাসুল সা.-এর গৌরববোধ

ইবনু ইসহাক বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সঙ্গীদের বলতেন, আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরব। আমি কুরাইশি। আমি বনু সাদ ইবনু বকরে দুগ্ধপান করেছি।

## ১৩. মা আমিনার ইন্তিকাল ও আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে রাসুল সা.-এর দিনকাল

ইবনু ইসহাক বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মা আমিনা বিনতু ওয়াহাব ও পিতামহ আবদুল মুত্তালিব ইবনু হাশিমের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে